জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ

৪৩, কাকরাইল, ঢাকা

www.upension.gov.bd

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে ১ লক্ষ নিবন্ধনের মাইলফলক অর্জন উপলক্ষে

প্রেস রিলিজ

আজ ২৯ এপ্রিল ২০২৪ তারিখ সর্বজনীন পেনশন স্কিমে নিবন্ধন সংখ্যা ১ লক্ষ মাইলফলক অতিক্রম করেছে, যা একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নে তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে একটি টেকসই ও সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ২০২৩ সালের ১৭ আগস্ট সর্বজনীন পেনশন স্কিমের শুভ উদ্বোধন করেন। শুরুতে প্রবাস, প্রগতি, সুরক্ষা ও সমতা নামে চারটি স্কিম দিয়ে সর্বজনীন পেনশন স্কিম যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে সকল স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত, ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য 'প্রত্যয়' স্কিম নামে নতুন স্কিম চালু করা হয়েছে, যা আগামী ১ জুলাই ২০২৪ থেকে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কর্মচারিদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকর হবে।

সর্বজনীন পেনশনকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে মাঠ প্রশাসনকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে 'সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সমন্বয় কমিটি' গঠন করা হয়েছে এবং মাঠ প্রশাসনকে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের বিভাগভিত্তিক মনিটরিং-এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, কমিশনার, জেলাপ্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ নিয়মিতভাবে যথাক্রমে বিভাগ, জেলা ও উপজেলাভিত্তিক নিবন্ধন মনিটরিং ও বাস্তবায়ন করছেন । বিভাগীয় পর্যায়ে সর্বজনীন পেনশন মেলা ও কর্মশালার আয়োজন করে সকল শ্রেনী-পেশার জনগণকে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে গত ১৯ এপ্রিল ২০২৪ তারিখ রাজশাহীতে বিভাগীয় পেনশন মেলা ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে অবশিষ্ট ৭ বিভাগে বিভাগীয় মেলা অনুষ্ঠিত হবে। বিতরণের জন্য মাঠ প্রশাসনের নিকট ইতোমধ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যাক ফ্লায়ার ও বুকলেট প্রেরণ করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে। এছাড়া সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমে UDC (ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার) উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করতে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এসকল উদ্যোগের ফলে আজ নিবন্ধন সংখ্যার মাইলফলক ১ লক্ষ অর্জিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে চাঁদাদাতাদের অর্থ হতে নিরাপদ ট্রেজারি বন্ডে ৪২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। সকলের সহযোগিতায় সর্বজনীন পেনশন স্কিমে নিবন্ধনের এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

উন্নয়নশীল দেশসমূহে নাগরিকদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সর্বজনীন পেনশনের ধারণা দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে। এ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত সর্বজনীন পেনশন স্কিম নাগরিকদের বৃদ্ধ বয়সে আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ উদ্যোগ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী জনকল্যাণমূখী পদক্ষেপ, যা সকল নাগরিকের অবসরকালীন আর্থিক মুক্তির সনদ হিসেবে বিবেচিত হবে। এ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ একটি অধিকতর কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। উল্লেখ্য, সর্বজনীন পেনশন কার্যক্রমের নিবন্ধন থেকে শুরু করে মাসিক জমা, হিসাবায়ন, নিবন্ধকারী কর্তৃক তার কর্পাস হিসাব যাচাই ইত্যাদি সকল প্রক্রিয়া ডিজিটাল আইটি প্লাটফর্মে সম্পাদিত হয়, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০৪১ সালের উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বলিষ্ট ভূমিকা রাখবে।